১ অক্টোবর দেশে অনুষ্ঠিত হল উৎসবমুখর পরিবেশে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। জনগণ শান্তিপূর্ণ পরিবেশে তাদের গণতন্ত্রের অধিকার ভোট দিয়েছে। প্রায় ৭২ শতাংশের ওপর ভোট পড়েছে। বিদেশী পর্যবেক্ষকেরা এ নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ বলে অভিহিত করেছেন। অথচ আওয়ামী লীগ এই নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা বলেছে, কারচুপি ও সন্ত্রাস করে তাদের বিজয় ছিনিয়ে নিয়েছে। দলীয় সভানেত্রী শেখ হাসিনা সংসদে না যাবার ঘোষণা দিয়েছেন।

এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ভোট বেড়েছে। আওয়ামী লীগ একমাত্র রাজনৈতিক দল নির্বাচনে যারা ২.৯০ শতাংশ ভোট পেয়েছে। আওয়ামী লীগ একাই পেয়েছে ৩৯.৯৪ ভাগ ভোট। অথচ আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব জনগণের এই ভোট প্রদানকে সম্মান না দেখিয়ে কারচুপির অভিযোগ তুলেছে।

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর আওয়ামী লীগ হাইকমান্ডের উচিত ছিল বিপর্যয়ের কারণ অনুসন্ধান। নেতা-কর্মীর সাথে আলোচনার উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন ছিল। তাহলে নেতা-কর্মীদের মধ্যে এই বিশৃঙ্খলা দেখা দিত না। গণতন্ত্রের এই ফলাফল স্বাগত জানালে অন্তর্জাতিকভাবে দেশ ও দলের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হতো।

এদেশের জনগণ গণতন্ত্র ও শান্তিপ্রিয়। তারা চায় ব্যালটের মাধ্যমে ক্ষমতার পরিবর্তন। জনগণের রায়ের প্রতি সকল রাজনৈতিক দলের সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। তবেই দেশের বিকাশমান গণতন্ত্র আরো সুসংহত হবে। সকলের মনে রাখতে হবে, ব্যক্তি ও দলের চেয়ে দেশ অনেক বড়।